মেহেরপুরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরে দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক” প্রকল্পের শিক্ষকগণের রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ কোর্স-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ডিসেম্বর) সকাল ৯টার সময় মেহেরপুরে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা” শীর্ষক প্রকল্পের বিদ্যমান ০৬ টি মাদ্রাসার ১২ জন শিক্ষকের রিফ্রেসার্স কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক উপসচিব মোঃ আব্দুস সবুর।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।

আর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মোঃ আমানুল্লাহ।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক

দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালিত

‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আজ (৯ ডিসেম্বর) সোমবার সকাল দশটার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোশারফ হোসেন সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারি পরিচালক বুলবুল আহমেদ।

এর আগে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন পতাকা উত্তোলন করা হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহেনাজ জাতীয় সঙ্গীতের সুরে শিল্পকলা একাডেমীর সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মুয়ীদুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন আশিক

রাব্বি।

মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে ১ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ছয়টার সময় মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর বাজারে বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমানের মেসার্স অলিল এন্ড ব্রাদার্স এর গোডাউনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমান অনুমোদিত লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে না পারায় এবং বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য জেলা বা উপজেলায় বিক্রয় না করতে, সারের মূল্য তালিকা টানাতে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার, বীজ বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে, মেয়াদোত্তীর্ণ সার বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ ও তামিমুর রহমান তুষার।

এছাড়াও মুজিবনগর থানার এস আই আশরাফুল এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ও কৃষি অফিসের অন্যন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে মাইকের উচ্চ শব্দে অতিষ্ট জনজীবন

মেহেরপুরের গাংনীতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর কারনে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। একই সাথে অতিষ্ঠ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি রোগীরাও। প্রশাসনিক ভুমিকা না থাকায় বেপরোয়া ভাবে প্রায় সব সময়ই উচ্চ শব্দে মাইক বাজানো হচ্ছে। উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর বিরুদ্ধে বারবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি এমন অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যেরাত পর্যন্ত উচ্চ শব্দে মাইক বাজিয়ে রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচি, ভোগ্যপণ্য, ডাক্তারের সন্ধান, গরু-ছাগল হারানো সহ নানা প্রচারণা চালানো হয়। ফলে সড়কের পাশে থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাসপাতাল, অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমার দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

মাইকের উচ্চ আওয়াজে শিক্ষার্থীরা রাতের বেলায় যেমন পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না তেমনি রোগী ও তার স্বজনা মাইকের শব্দে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের অবহেলা আর নিস্ক্রিতার কারনে বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র মাইকের ব্যবহার বাড়ছে। এতে করে শ্রবন শক্তি হারানোর পাশাপাশি নানা সমস্যায় পড়ছে এলাকাবাসি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শব্দ দূষণে শরীরের প্রথম আক্রান্ত হয় কান এবং শ্রবণশক্তি, অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে থাকেন তারা ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারাতে থাকেন। শব্দদূষণের কারণে শিশু মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে। অতিরিক্ত শব্দে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, মানসিক অসুখের ঝুঁকি বাড়ায় এছাড়া মানসিক ক্লান্তি উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুবিক সমস্যা, অমনোযোগিতা সৃষ্টি এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস

করে। ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে শব্দদূষণের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সকাল থেকেই মাইকে নানা প্রচার প্রচারনা শুরু। মাইকের শব্দে কান ঝালাপালা অবস্থা। সঙ্গে আছে গাড়ির হর্নের শব্দ দূষণ। এই শব্দ দূষনের যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি চাই।

গাংনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, এখন পরীক্ষা চলছে। দিন রাত্রী সমানতালে মাইক বাজানো হচ্ছে। মাইকের আওয়াজে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায় না।

গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোর ফলে ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। একারণে পাঠদান ব্যহত হয়। তাই উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন তিনি।

আইনজীবিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫এর ক্ষমতাবলে শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং বিধিমালায় ‘নীরব’ ‘আবাসিক’, ‘মিশ্র’, ‘বাণিজ্যিক’ ও ‘শিল্প পাঁচটি এলাকা চিহ্নিত করে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

বিধিমালার আওতায় নীরব এলাকায় দিনে (ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা) ৫০ ডেসিবেল ও রাতে (রাত ৯টা থেকে ভোর ৬টা) ৪০ ডেসিবলের বেশি আওয়াজ করা যাবে না। একইভাবে আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫ ও রাতে ৪৫ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০ ও রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ ও রাতে ৬০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ও রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ দেখভাল না করার কারনে যত্রতত্র মাইক বাজানো হচ্ছে।

কয়েকজন মাইক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, ক্রেতা ও শ্রতাদেরকে আকৃষ্ট করতে উচ্চ শব্দে মাইক বাজাতে হয়। সবাই তো মাইক বাজাচ্ছে, তাই আমরাও বাজাচ্ছি। মাইক বাজাতে প্রশাসনের অনুমতি নেয়া হয় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাইক বাজাতে অনুমতি নেওয়া লাগে নাকি। বাজারে যেভাবে মাইক বাজানো হয় ঠিক সেভাবেই প্রশাসনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তো মাইক বাজানো হয়।

এবিষয়ে কথা বলতে পরিবেশ অধিদপ্তর মেহেরপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফ্ফর হোসের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি ফোন (রিসিভ করেননি) ধরেন নি।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আবারো বলা হবে। জনসচেতনার জন্য এবিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য আহবান জানান তিনি।

উচ্চশব্দে মাইক ব্যবহার বন্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন বিষয়টা দেখছি।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৫ টার সময় বড় বাজার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের আয়োজনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর ২টি ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) রাত আটটার সময় টিএনটি রোড জামে মসজিদে সামনে মেহেরপুর পৌরসভা জামায়াতে ইসলামীর ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে।

অফিস উদ্বোধন সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমীর মাওলানা মোঃ তাজউদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সেক্রেটারী ইকবাল হুসাইন, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার, পৌর সেক্রেটারী মনিরুজ্জামান

সৈয়দ মনজুরুল হাসান টুটুলের উপস্থাপনা আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর ৫ নং ওয়ার্ডের সভাপতি গোলাম মোস্তফা, পৌর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমসহ দুই ওয়ার্ডের অন্যান্য সদস্যরাও।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্টের সাবেক যুব প্রধানের বাড়ি থেকে ১৮৯ কম্বল উদ্ধার

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সাবেক যুব প্রধান ও নির্বাহী সদস্য খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগের বাড়ি থেকে ১৮৯ পিস কম্বল জব্দ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের

সহযোগিতায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন এসব কম্বল দুস্থদের বিতরণের জন্য হলেও ব্যক্তিগত স্বার্থে আটকে রাখা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, এক্সিকিউটিভ সদস্য খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগের বাড়িতে কম্বল মজুত রয়েছে। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা ও অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে বিষয়টি জানালে, তারা নিজেরাই প্রথমে তিন বস্তা কম্বল বের করে দেন।

তবে, আরও কম্বল মজুত রয়েছে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বাড়ির ভেতরে পাঁচটি সাব বাক্স দেখে সেটি খোলার অনুরোধ জানানো হয়। বাক্সগুলো খুলে দেখা যায়, এর ভেতরে আরও ১০০টি কম্বল রয়েছে।

উদ্ধার হওয়া এসব কম্বল জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি। খন্দকার সামসুজ্জোহা সোহাগের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বাড়িতে আসছেন বলে আর আসেন না।

মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস পালন

বিজয়ের এই মাসে ঐতিহাসিক ৬ই ডিসেম্বর মুজিবনগর হানাদার মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে হানাদার পাক বাহিনী মুজিবনগর থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মুক্ত হয় মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করেছে।মুজিবনগর

হালদার মুক্ত দিবস পালন উপলক্ষে সকাল দশটার সময় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে মুজিবনগর

মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং স্মৃতিসৌধের পাদদেশে জাতীয় সংগীতেরে তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ৬ই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মিজানুর রহমান, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন, মুজিবনগর উপজেলা সাবেক ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তাযোদ্ধা আলী হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি কমান্ড মোখলেছুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড।

মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এসো জ্ঞানের আশায় ফিরে যাও দেশের সেবাই,পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজের

সামনে ডা: আব্দুল সালাম ক্লিনিকে (পুরাতন) অবস্থিত মেহেরপুর আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসা এ অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে।

মেহেরপুরে আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার পরিচালক ডা: আব্দুল সালাম সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ তাজউদ্দীন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসা উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মাহবুব উল আলম, আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার উপদেষ্টা ইকবাল হোসাইন,

অভিভাবক সমাবেশ স্বাগত বক্তব্য রাখেন আল হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সোহেল রানা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলারসহ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালন

নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে মুক্ত দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্ত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় একে একে ভেঙে যায় পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের শক্তিশালী সামরিক বলয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে হানাদার বাহিনী গোপনে মেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে।

৬ ডিসেম্বর সকালে মিত্রবাহিনী মেহেরপুর শহরে প্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা মিত্রবাহিনীর সাথে জয়ের উল্লাসে যোগ দেয়। রাজনৈতিক মর্যাদাপূর্ণ মেহেরপুর জেলা হয় হানাদার মুক্ত ।

এর আগে ২ ডিসেম্বর, জেলার গাংনী উপজেলা পাক হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিতমুক্তি বাহিনীর অ্যাকশন ক্যাম্পের

ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও)তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনীও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করেন। সীমান্তে পাকবাহিনীরস্থাপন করা অসংখ্য মাইন অপসারণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরিভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ডিসেম্বর।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সারাদিন এ জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ,পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল। সকাল সাড়ে ৮টা ৩০মিনিটের সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিতকেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলেজ মোড় এলাকা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মোড় পর্যন্ত র্যালি, সকাল ৯ টার সময়ে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিবসটি পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হয়।

আলোচনা সভার আগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ,পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল।

এর পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সভাকক্ষে আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম,বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইলিয়াস হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনসারুল হক প্রমুখ।